অমর চিত্র কথা

নং ২৪৩ টা ৩.০০

রামানুজ

indrajal.blogspot.in

রামানুজ

অনুবাদ/ পার্বতী দাশগুপ্ত
বর্ণলিপি/ মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধক-দার্শনিক পরমপুরুষ রামানুজ (১০১৭-১১৩৭) ঈশ্বরকে উপলব্ধির পথ হিসেবে ভক্তিকেই বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর দর্শনের রূপরীতি বিশিষ্ট অদ্বৈত এবং শিষ্যগন শ্রীবৈষ্ণব নামে খ্যাত।

রামানুজ ব্রহ্মসূত্র, উপনিষদ এবং গীতার উপর ভাষ্য রচনা করেছিলেন। তাঁর এই মহামূল্যবান গ্রন্থত্রয়ে ভক্তিকেই তিনি ঈশ্বর সাধনার শ্রেষ্ঠ উপায় হিসেবে তুলে ধরেছেন।

রামানুজ মনে করতেন, সকল মানুষ জন্মসূত্রে এক এবং ভগবানের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ নির্ধারণে জাত ও সামাজিক পদমর্যাদার কোনও ভূমিকা নেই। একজন অব্রাহ্মণ কাঞ্চীপূর্ণকে তিনি গুরু বলে স্বীকার করেছিলেন। তাঁর অন্যতম প্রিয় শিষ্য ধনুর্দাসও ছিলেন অব্রাহ্মণ। রামানুজের মতে, একজন বৈষ্ণব অবশ্যই সম্মানের যোগ্য; কিন্তু বৈষ্ণব বলতে তিনি তাঁদেরই বুঝিয়েছেন, যাঁদের আছে ঈশ্বরের প্রতি অপরিসীম অনুরাগ। তিনি তথাকথিত অস্পৃশ্যদের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'তিরুকুলোত্তর', বস্তুত পক্ষে তামিল ভাষায় যা গান্ধিজী অনুপ্রাণিত 'হরিজন' আন্দোলনের দ্যোতক।

'অমর চিত্রকথা'র বাংলা সংস্করণের
একমাত্র পরিবেশক
উচ্চারণ
২, ১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩
ফোন/৩৫-৮০৪৩

© India Book House Education Trust, Bombay-400 039.
All rights reserved.

Published by H.G. Mirchandani for India Book House Education Trust, Rusi Mansion, 29 Nathalal Parekh Marg, Bombay 400 039 and printed by him at IBH Printers, Marol Naka, Mathuradas Vissanji Road, Andheri (East), Bombay-400 059.

Editor : Anant Pai Script: Chakravarti Anantachar

Artworks: S. Nageswara Rao

রামানুজ

শ্রী পেরামবুদুরের* এক ধার্মিক ব্রাহ্মন অসুরী কেশবাচার্য পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেছিলেন।

যথাসময়ে স্ত্রী কান্তিমতীর একটি পুত্র হলো। তাঁর ভাই সাধু শৈলপূর্ণ এসে নবজাতককে আশীর্বাদ করলেন।

রামের প্রতি লক্ষ্মনের অবিচল ভক্তির মতো তোমার এই ছেলেরও ঈশ্বরে পরম মতি হবে। এর নাম রাখা হোক রামানুজ।

রামানুজ ক্রমে খুবই বুদ্ধিমান হয়ে উঠলেন। খুড়তুতো ভাই গোবিন্দ ছিলেন তাঁর সর্বক্ষনের সঙ্গী।

রামানুজের দেখছি লেখাপড়ায় খুবই আগ্রহ!

* মাদ্রাজের কাছে একটি গ্রাম।

Indrajal Comics

রামানুজের বয়স যখন ষোলো—

রামানুজের জন্য এইবার একজন যোগ্য শিক্ষকের সন্ধান করা দরকার। ওকে কাঞ্চীতে পাঠালে কেমন হয়?

দ্যাখো, তার আগে ওর বিয়েটা দেওয়া দরকার।

এক পরমাসুন্দরী বালিকার সঙ্গে রামানুজের বিয়ে হলো।

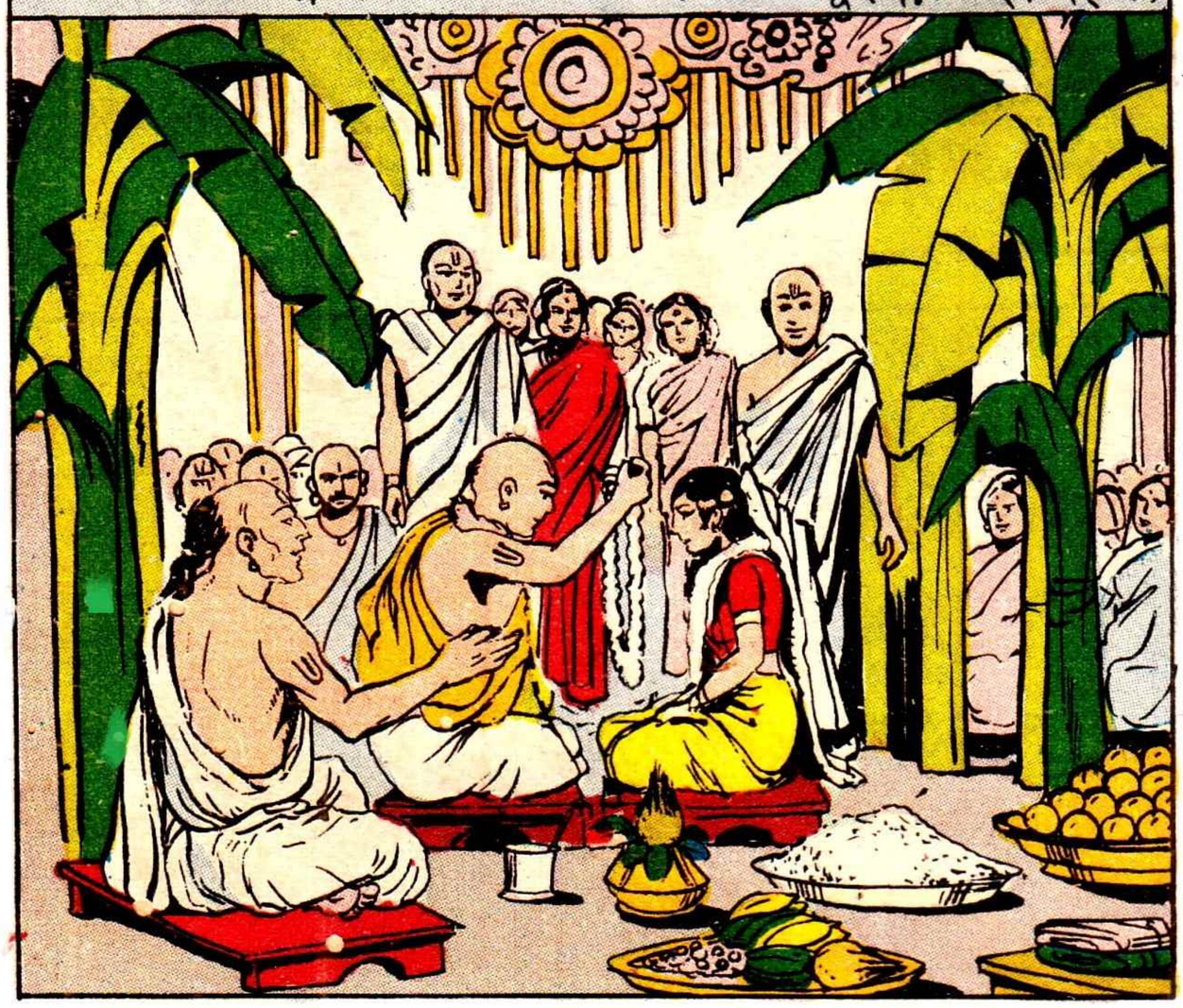

এর কিছুদিন পরে রামানুজের পিতা মারা গেলেন।

দুঃখ কোরো না, মা!

রামানুজ তাঁর পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়ে এসে কাঞ্চীতে স্থায়িভাবে বসবাস করতে লাগলেন। তখনকার দিনে কাঞ্চী ছিল বিদ্যাশিক্ষার এক পরম পীঠস্থান। গোবিন্দও তাঁর সঙ্গে গেলেন। তাঁরা খ্যাতনামা পন্ডিত যাদবপ্রকাশের কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে লাগলেন।

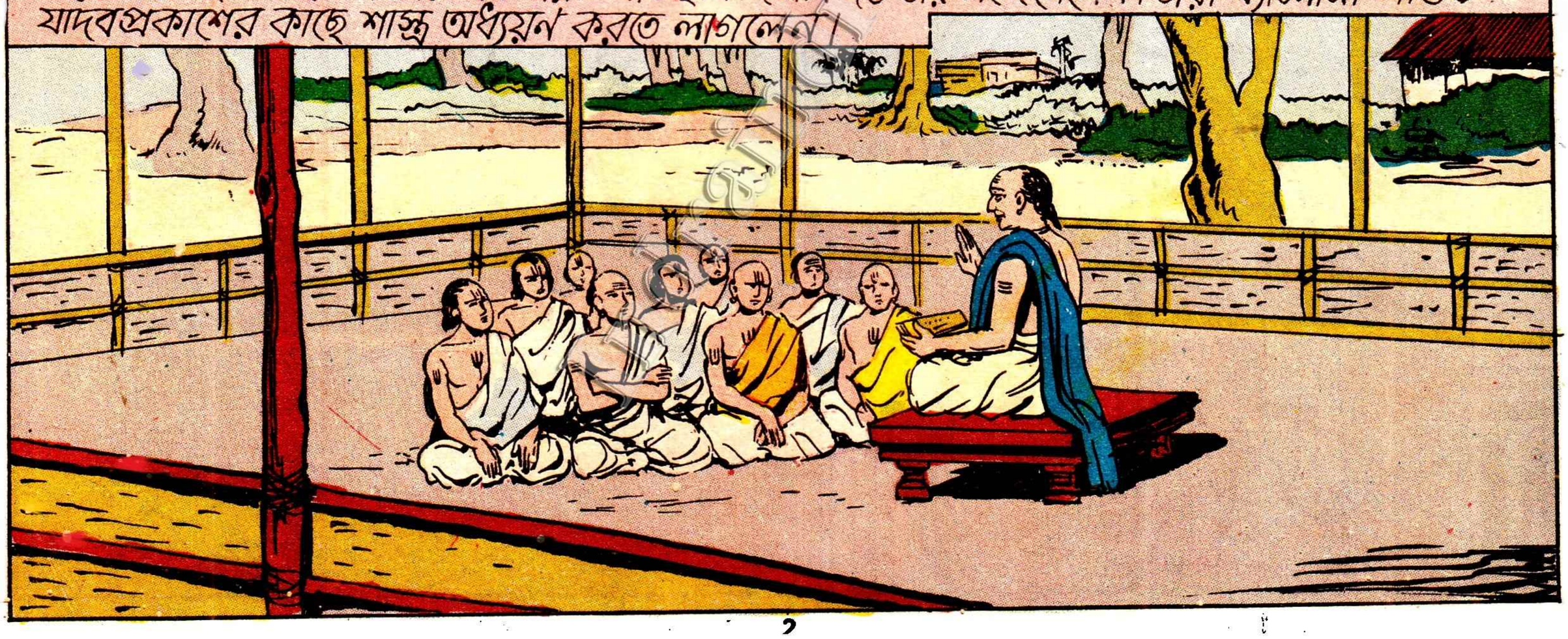

রামানুজ কিন্তু তাঁর গুরুর শিক্ষাপদ্ধতিতে সব সময় সন্তুষ্ট ছিলেন না।

আমাকে মার্জনা করুন, এর প্রকৃত অর্থ কিন্তু হওয়া উচিত...

তোমার স্পর্ধা তো কম নয়! আমার ভুল ধরছো! আমার শিক্ষাপদ্ধতি তোমার কাছে যদি গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে এখান থেকে যেতে পারো!

যাদব এই ঘটনাকে ভুলতে পারলেন না।

রামানুজ বয়সে তরুণ এবং মেধাবী। সে আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির সমালোচক। এর পর সে হয়তো পাল্টা কোনও শিক্ষা-ধারার প্রবর্তন করতে পারে!

পরে তিনি তাঁর শিষ্যদের ডেকে বললেন—

আমাদের সকলের স্বার্থে রামানুজকে হত্যা করতে হবে।

ওহ! না!

কিন্তু কি ভাবে?

আমরা তীর্থযাত্রা করবো, পথে...

ওকে সাবধান করে দিতে হবে!

পরিকল্পনা অনুযায়ী যাদব শিষ্যদের নিয়ে তীর্থযাত্রা করলেন।

পথে এক গাছতলায় তাঁরা রাত কাটালেন। পরদিন সকালে—

রামানুজ, তুমি এখান থেকে পালিয়ে যাও!

কেন? কী ব্যাপার, গোবিন্দ?

গোবিন্দ যখন তাঁকে ষড়যন্ত্রের কথা জানালেন—

না, গোবিন্দ, মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না। পালিয়ে কেন যাবো?

তোমাকে যেতেই হবে। অন্তত: শিষ্য হত্যার পাপ থেকে আমাদের গুরুদেবকে রক্ষা করতেই হবে।

রামানুজ শেষ পর্যন্ত গোবিন্দর যুক্তি মেনে নিলেন।

কাঞ্চী কোন দিকে? একমাত্র নারায়ণই আমাকে পথ দেখাতে পারেন।

তারপর তিনি এক ব্যাধ দম্পতিকে দেখতে পেলেন।

বৎস, তুমি কোথায় যাবে?

কাঞ্চী। কিন্তু আমি যে পথ হারিয়ে ফেলেছি।

ঘাবড়িও না। চলো, আমরা তোমাকে সেখানে পৌঁছে দেবো।

তাঁরা একসাথে দক্ষিণ দিকে এগোতে লাগলেন। পরে—

বৎস, তুমি নিশ্চয়ই ক্লান্ত। এসো, রাতটা এখানে বিশ্রাম করি।

ব্যাধ তখন কিছু কাঠ সংগ্রহ করে আগুন জ্বালালেন। তাঁরা যখন ঘুমোবার আয়োজন করছেন ব্যাধের স্ত্রী স্বামীকে বললেন—

খুব তেষ্টা পেয়েছে।

সকাল পর্যন্ত একটু কষ্ট করো, লক্ষ্মীটি! এই অন্ধকারে জল খুঁজে পাওয়া খুব কষ্টকর!

পরদিন সকালে তাঁরা যাত্রা শুরু করলেন। যখন তাঁরা এক পুকুরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন—

মা, একটু অপেক্ষা করুন। আমি আপনার জন্য জল নিয়ে আসছি।

রামানুজ জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং মনের সুখে স্নান করলেন।

রামানুজ তারপর অঞ্জলি ভরে ব্যাধের স্ত্রীর জন্য জল নিয়ে এলেন।

মা, আপনার জন্য জল এনেছি।

ব্যাধের স্ত্রী সেই জল পান করলেন।

আমাকে আর একটু জল এনে দেবে?

রামানুজ যখন আবার জল নিয়ে এলেন—

কিন্তু ওঁরা কোথায় গেলেন?

সহসা—

ঐতো মন্দিরের চূড়া! তাহলে আমি কাঞ্চীর সীমান্তে এসে পৌঁছেছি!

রামানুজ একেবারে ভগবান বরদারাজের* মন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন।

প্রভু, আপনিই ব্যাধের ছদ্মবেশে আমাকে পথ দেখিয়েছেন। আমি আপনার সেবায় আমার এই জীবন উৎসর্গ করছি।

ইতিমধ্যে—

রামানুজকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না? তাকে শেষ কোথায় দেখেছিলে?

তাঁকে বনের দিকে যেতে দেখেছিলাম।

সম্ভবত কোনও হিংস্র প্রাণী তাকে হত্যা করেছে।

কাঞ্চীতে ফিরে যাদব বুঝতে পারলেন যে, রামানুজ বেঁচেই আছেন।

রামানুজ কি আমাকে সন্দেহ করে? ওকে বরং কাউকে পাঠিয়ে ডেকে আনা যাক।

* ভগবান বিষ্ণু।

যাদবের বিশেষ আমন্ত্রনে রামানুজ আবার তাঁর অধীনে শাস্ত্রচর্চা শুরু করলেন।

দেখছি, আমার প্রতি ওর আর কোনও বিদ্বেষ নেই। ওর সুব্যবহার বরং আমাকে লজ্জায় ফেলেছে।

কিছুদিন পর, স্থানীয় শাসনকর্তা যাদবের কাছে লোক পাঠালেন।

ঠাকুর, আমার মনিবের মেয়েকে অপদেবতায় ভর করেছে। সে যেন কেমন কেমন করছে!

আমি এক্ষুনি যাচ্ছি!

যাদব শিষ্যদের নিয়ে সেখানে গেলেন। কিন্তু তাঁর মন্ত্রে তন্ত্রে কোনও ফল হলো না। অবশেষে রামানুজের চেষ্টাতেই সে ভালো হয়ে উঠলো।

প্রভু, আপনার ঋণ শোধ করবার নয়। আপনি আমার কন্যাকে আশীর্বাদ করুন।

লজ্জায় ও হিংসায় যাদব শেষ পর্যন্ত বাইরে বেরিয়েই রামানুজের মুখোমুখি দাঁড়ালেন।

তুমি আমাকে অপমান করেছো। আমি যেখানে ব্যর্থ হয়েছি, সেখানে তোমার কেরামতি দেখানো অনুচিত হয়েছে।

আমি আপনাকে অসম্মান করতে চাইনি। মেয়েটির কষ্ট আমাকে...

আমি কোনও কৈফিয়ৎ চাই না। আজ থেকে তুমি আর আমার শিষ্য নও।

রামানুজ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাড়ি ফিরলেন।

আমার শিক্ষা এখনও অসমাপ্ত। কে আমাকে পথনির্দেশ করবে?

এই পরিস্থিতিতে সেদিন তাঁদের বাড়িতে এলেন প্রভু বরদারাজের পরম সাধক এবং তাঁদের পারিবারিক শুভাকাঙ্ক্ষী কান্তীপূর্ণ।

ঠিক উপযুক্ত সময়েই আপনি এসে উপস্থিত হয়েছেন।

কী ব্যাপার, রামানুজ?

রামানুজ তাঁকে সব কথা খুলে বললেন।

যাদব একজন সুশিক্ষক। এরকম আর একজনকে এখুনি খুঁজে পাওয়া কঠিন—

আপনিই তো আমার শিক্ষাগুরু হতে পারেন। অনুগ্রহ করে আমাকে শিষ্য করে নিন।

আমি কি করে একজন ব্রাহ্মণের গুরু হবো?

ঈশ্বরের কাছে সবাই সমান। ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের মধ্যে পার্থক্য করবার আমি কে?

বৎস, ইতিমধ্যেই তুমি সত্যানুসন্ধানের পথে পা বাড়িয়েছো। প্রভু বরদার কাছে নিজেকে সমর্পণ করো। তিনিই তোমাকে পথ দেখাবেন।

রামানুজ এরপর কাঞ্চীতে ফিরে গেলেন। সেখানে তিনি প্রত্যহ জলাশয় থেকে জল বয়ে এনে দেবতার সেবা করতে লাগলেন।

একদিন তিনি এক ভক্তকে ভগবানের প্রশস্তিমূলক স্তোত্র আবৃত্তি করতে শুনলেন।

আশ্চর্য! এমন সুন্দর স্তোত্র কে রচনা করেছেন!

রামানুজ মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই স্তোত্রপাঠ শুনছিলেন। হঠাৎ তিনি অনুভব করলেন যে, সেই ভক্ত তাঁকেই যেন কিছু বলছেন।

আমি শ্রীরঙ্গম থেকে আসছি। রামানুজ নামে এক ভক্তের সন্ধান করছি। তুমি কি তাঁর খোঁজ দিতে পারো?

আমিই রামানুজ। বলুন, আপনার কি সেবা করতে পারি?

আমার গুরু যমুনাচার্য আপনাকে তাঁর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আমি তাঁর এক শিষ্য মহাপূর্ণ।

যমুনাচার্য! তাহলে আপনি যে স্তোত্র আপনি আবৃত্তি করছিলেন সেটা ওঁরই রচনা?

হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন। আপনি কি তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন?

সানন্দে!

রামানুজ শ্রীবৈষ্ণবগণের* গুরু যমুনাচার্যের সঙ্গে দেখা করার জন্য খুবই আগ্রহী ছিলেন।

কিন্তু তাঁরা যখন শ্রীরঙ্গমে গিয়ে পৌঁছলেন—

প্রভু আমাদের দেহরক্ষা করেছেন।

প্রভু!

কী হতভাগ্য আমি!

শ্রীরঙ্গমের প্রখ্যাত সাধকের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে রামানুজ এবং মহাপূর্ণ ভিতরে গেলেন।

প্রভুর ডান হাতের তিনটে আঙুল দেখছি ভাঁজ করা রয়েছে। এর আগে কি এরকম ছিলো?

না, এরকম ছিলোনা।

* ভগবান বিষ্ণুর উপাসক

এটা তাঁর তিনটি অপূর্ণ ইচ্ছার প্রতীক।

রামানুজ ধ্যানস্থ হলেন।

প্রভু, আমি প্রতিজ্ঞা করছি...

... ভগবদ্ভক্তির কথা আমি প্রচার করবো, ব্রহ্মসূত্রের সরল ভাষ্য রচনা করবো। আর পরিশোধ করবো পরাশরের ঋণ।

আঙুলগুলি সব সোজা হয়ে গেল!

রামানুজের ঐশ্বরিক দিব্য-দৃষ্টি আছে!

রামানুজ কাঞ্চীতে ফিরে গেলেন—

এখনও আমার অনেক কিছু শিখতে বাকি আছে। কিন্তু কে আমাকে পথ দেখাবে?

* উপনিষদের মূলকথা যে দার্শনিক গ্রন্থে বিবৃত
+ মহামুনি, বেদব্যাসের পিতা

এক দিন—

রামানুজ, মহাপূর্ণর খোঁজ করো এবং ওঁর কাছে শিক্ষাগ্রহণ করো। এটাই প্রভু বরদারাজের ইচ্ছা।

আপনি যা বলছেন, তাই করবো।

রামানুজ শ্রীরঙ্গমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

পথে—

রামানুজ!

আজ্ঞা করুন!

ইনিই মহাপূর্ণ।

রামানুজ, শ্রীরঙ্গমের বৈষ্ণবেরা* তোমাকে তাঁদের আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে পেতে চান। আমার কাজ হবে তোমাকে সেই মহানপদে অধিষ্ঠিত করা।

আপনার পদপ্রান্তে বসে শিক্ষালাভ করার জন্য আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।

তাঁরা একত্রে কাঞ্চীর দিকে এগোলেন। মহাপূর্ণর কাছে রামানুজ বৈষ্ণবগণের পবিত্র ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে লাগলেন।

সমস্ত কর্তব্য শেষ করে মহাপূর্ণ আপন গৃহে ফিরে গেলেন। সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করার জন্য রামানুজ গেলেন ভগবান বরদারাজের মন্দিরে।

প্রভু, আপনার সেবায় আমার জীবন উৎসর্গ করছি।

* বিষ্ণুর উপাসক

রামানুজের খ্যাতি দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়লো। অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহন করলেন। এঁদের মধ্যে দাশরথি এবং কুরেশের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একদিন যাদবপ্রকাশ নিজেই তাঁর কাছে এলেন।

রামানুজ, একমাত্র তুমিই আমাকে সঠিক পথ দেখাতে পারো। আমাকে তোমার শিষ্য করে নাও।

সে সময়কার প্রখ্যাত শাস্ত্রজ্ঞ যাজ্ঞ্যমূর্তিও শেষ পর্যন্ত রামানুজকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

শ্রীরঙ্গমের বৈষ্ণবগন একদিন কাঞ্চীতে এসে রামানুজকে সেখানে নিয়ে যেতে চাইলেন।

প্রভু, আমরা আপনারই অপেক্ষায় আছি। চলুন, শ্রীরঙ্গমে স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন। আপত্তি করবেন না প্রভু!

রামানুজ উত্তর দেবার আগেই কাঞ্চীর নাগরিকেরা আপত্তি জানালেন।

না! আমাদের আচার্যকে নিয়ে যেতে পারবেন না। তাঁকে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন।

শ্রীরঙ্গমের বৈষ্ণবগন বিমর্ষ চিত্তে ফিরে গেলেন।

এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। রামানুজের মতো আর একজন শিক্ষক আমরা কোথায় পাবো?

আচার্যকে আমি তোমাদের কাছে নিয়ে যাবো।

যে ভক্ত এগিয়ে এসেছিলেন, তিনি হচ্ছেন রঙ্গ পেরুমল, তৎকালীন বিখ্যাত সঙ্গীতকার।

রঙ্গ পেরুমল কাঞ্চীতে গেলেন। বরদারাজের মন্দিরে তিনি পরিবেশন করতে শুরু করলেন ধর্মীয় সঙ্গীত।

কী মধুর সুর!

এ এক নতুন অভিজ্ঞতা!

গানের শেষে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত তাঁর কাছে এলেন।

মহাশয়, এমন অপার আনন্দ এর আগে কখনও পাইনি। বলুন, কি দিয়ে আপনাকে পুরস্কৃত করতে পারি? কিছু প্রার্থনা করুন।

আচার্য রামানুজকে শ্রীরঙ্গমে নিয়ে যেতে চাই!

ওহ, না!

না!

কিন্তু কথা দিয়ে কথার মর্যাদা শেষপর্যন্ত কাঞ্চীর নাগরিকেরা রাখলেন।

শ্রীরঙ্গমে রামানুজ বিপুল অভ্যর্থনা লাভ করলেন।

পরে, মহাপূর্ণ যখন তাঁর কাছে এলেন—

সকলে আমাকে আচার্য বলে ডাকেন। অথচ আমি জানি না, কী ভাবে তাঁদের মুক্তির পথ দেখাবো?

তিরুক্কোট্টির গোষ্ঠীপূর্ণ তোমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন।

রামানুজ গোষ্ঠীপূর্ণর কাছে গেলেন।

আমি আপনার উপদেশ প্রার্থনা করি। মুক্তির উপায় জানতে চাই।

গোষ্ঠীপূর্ণ কোনও উত্তর দিলেন না।

রামানুজ বারংবার তাঁর কাছে গেলেন। অবশেষে—

তোমার ভক্তিতে আমি সন্তুষ্ট। তোমাকে আমি মুক্তির পথ বলে দেবো। কিন্তু তোমাকে কথা দিতে হবে যে এটা তুমি গোপন রাখবে।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি।

গোষ্ঠীপূর্ণ তাঁর কানে কানে বললেন—

ওঁ নমো নারায়ণ!

রামানুজ পর দিন সকালে মন্দির-শীর্ষে উঠলেন—

হে আমার ভাইসব! শোনো, তোমরা মুক্তির পথ পাবে যদি ওঁ নমো নারায়ণ মন্ত্র উচ্চারণ করো। কিন্তু মনে রাখবে, এই মন্ত্র উচ্চারণের সময় ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করতে হবে।

ওঁ নমো নারায়ণ!

ক্রুদ্ধ গোষ্ঠীপূর্ণ রামানুজকে ডেকে পাঠালেন।

প্রতিজ্ঞাভঙ্গের জন্যে নরকে যেতে হবে!

আমার নরকে যেতে কোনও দুঃখ নেই যদি এর দ্বারা হাজার হাজার মানুষ মুক্তির পথ খুঁজে পায়!

পর মুহূর্তে গোষ্ঠীপূর্ণ রামানুজকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

কিছুদিন পর শ্রীরঙ্গমে ভগবান রঙ্গনাথের উৎসব উদ্‌যাপিত হচ্ছিলো। ভক্তবৃন্দের সমাবেশে রাজপ্রহরী ধনুর্দাস সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন।
রোদের তেজ প্রখর। তোমার মাথায় আমি ছাতা ধরছি, প্রিয়তমা।
অন্যান্য ভক্তগণ ধনুর্দাসের এই আচরনে দুঃখ পেলেন।
নির্লজ্জ!
পত্নীর প্রতি ভালোবাসা কি জন-সাধারনের সমক্ষে দেখানো উচিত?
যখন একজন ভক্ত ধনুর্দাসের এই আচরন রামানুজের গোচরে আনলেন—
ওকে উপহাস করো না। ভালোবাসার জোয়ারে সে পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা ভুলে গেছে। এই অসহজলভ্য প্রেমের গতির পরিবর্তন ঘটাতে হবে। সঠিক লক্ষ্যে — ভগবানের দিকে।
রামানুজ ধনুর্দাসকে ডেকে পাঠালেন।
তুমি তোমার স্ত্রীকে খুব ভালোবাসো। কিন্তু ওর মধ্যে তুমি কি এমন দেখেছো?
ওর চোখ দুটি আশ্চর্য সুন্দর!

তুমি কি জানো যে, আরও একজনের সৌন্দর্য তোমার স্ত্রী-র সৌন্দর্যের চেয়েও বড়?

আমি নিজের চোখে দেখলেই তবে বিশ্বাস করবো।

রামানুজ তাঁকে মন্দিরের একেবারে অভ্যন্তরে নিয়ে গেলেন।

দেবতার দিকে তাকাও। তিনিই সবচেয়ে সুন্দর! এবং চিরসুন্দর!

ধনুর্দাস দেবতার দিকে তাকিয়ে যেন নিশ্চল হয়ে গেলেন।

পর মুহূর্তে—

প্রভু!

পরে—

আপনি আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। দেবতার দিকে তাকাতেই আমি এক আশ্চর্য তৃপ্তি অনুভব করলাম।

ধনুর্দাস ও তাঁর স্ত্রী রামানুজের অনুগামী হলেন। এতে অন্যান্য শিষ্যরা হতাশ হলেন।

পরদিন সকালে প্রভুর সঙ্গে সকলে যখন নদীতে স্নান করতে যাচ্ছিলেন—

নিচু জাতের এক জনকে কি করে শিষ্য করা হলো?

এটা কেমন ধারা কাজ হলো!!

রামানুজ এবং তাঁর শিষ্যগন নদীতে স্নান করলেন...

...এবং তারপর মঠের পথে পা বাড়ালেন।

দেখ, প্রভু ধনুর্দাসের কাঁধে হাত রেখে দিব্যি কেমন চলেছেন!

স্নানের পরে একজন নিচু জাতের লোককে যদি ছুঁতেই হয়, তাহলে পবিত্র কাবেরীতে স্নানের কি প্রয়োজন?

রামানুজ তাঁর শিষ্যদের মনে ধূমায়িত এই অসন্তোষ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন।

ব্যাপারটা ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে।

একদিন, নদীতে স্নানের পর যখন তাঁরা পোষাক পরিবর্তনের জন্য মঠে ফিরে এলেন...

আমাদের কাপড় চোপড় কোথায়?

আমাদের কাপড় চুরি হয়ে গেছে!

শিষ্যেরা গালমন্দ করতে লাগলেন।

চোর জাহান্নমে যাক্!

সে নিপাত যাক!

রামানুজ শিষ্যদের কাছে ডাকলেন।

তোমরা তাহলে ধনুর্দাসকে সন্দেহ করছো! এক কাজ করো,— আজ রাতে ধনুর্দাস এখানে যখন আসবে, তখন আমি তাকে নানা কথায় আটকে রাখবো। আর তোমরা সেই সময় তার বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রীর গহনা চুরি করবে। তাতে তোমরা যা হারিয়েছো, তার চেয়ে বেশী-ই পাবে!

উত্তম!

হ্যাঁ, প্রতিশোধ নেবার চমৎকার উপায়!

শিষ্যেরা সেই রাত্রে ধনুর্দাসের বাড়িতে গেলেন।

শ্-শ্-শ... আস্তে!

অতি সন্তর্পণে তাঁরা ধনুর্দাসের স্ত্রীর গহনাগুলি অপহরণ করলেন।

সহসা—

আরে, উনি যে পাশ ফিরছেন!

চলো, পালাই!

শিষ্যেরা যখন ফিরে এলেন —

ধনুর্দাস, এবার তুমি বাড়ি যাও। আমরা কাল আবার আলোচনা করবো।

ধনুর্দাস চলে গেলে শিষ্যেরা তাঁদের এই অভিযানের সাফল্যের কথা বর্ণনা করলেন।

বেশ। এবার তোমরা ধনুর্দাসকে অনুসরণ করে ওঁর বাড়ি যাও। এবং দেখো, সেখানে কী ঘটে!

ওগো, তোমার গলার হার আর ডান হাতের কোনও গহনা দেখছি না কেন? সেগুলি গেল কোথায়?

কয়েকজন গরীব ব্রাহ্মণ এসে সেগুলি খুলে নিয়ে গেছেন। বাঁ দিকের গহনাগুলি নিতে সাহায্য করার জন্য আমি পাশ ফিরতেই তাঁরা ভয়ে পালিয়ে যান!

তুমি যদি স্থির হয়ে শুয়ে থাকতে, তাহলে ওঁরা হয়তো বাকি গহনাগুলি নিয়ে যাবার সুযোগ পেতেন!
তুমি পাশ ফিরে শুয়েছো যেহেতু গহনাগুলিকে নিজের বলে ভেবেছো। অথচ তুমি ওগুলি নিজেই ওঁদের দিয়ে দিতে পারতে! প্রিয়তমা, তোমার মন থেকে এই 'অহং' ভাব দূর করতে হবে।
শিষ্যেরা সমস্ত ঘটনা রামানুজকে জানালেন।
শুধুমাত্র পরীক্ষা করার জন্য তোমাদের কাপড়গুলি আমিই লুকিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু তোমরা অল্পেই তোমাদের সংযম হারিয়ে ফেললে! কিন্তু তোমরা দেখলে তো, মূল্যবান গহনা হারিয়েও ওদের কেমন আশ্চর্য প্রতিক্রিয়া!
ধনুর্দাস একজন প্রকৃত বৈষ্ণব। সে তাঁর সমস্ত আসক্তি ত্যাগ করেছে।

রামানুজ সকলকেই সম্মান করতেন। এমন কি শিশুদেরও পর্যন্ত। একদিন কয়েকজন শিশু পথের উপর মন্দির-মন্দির খেলা খেলছিল।

মন্দির তৈরী!

এইবার পূজা হবে!

পূজা'র পর—

এইবার প্রসাদ বিলি করতে হবে!

শিশুরা এক মুঠো ধুলো নিয়ে একজন পথিককে দিলো।

এই নাও ঠাকুরের প্রসাদ!

লোকটি তাচ্ছিল্য সহকারে সেগুলি ছুঁড়ে ফেললো—

এ দিয়ে হবেটা কী!

রামানুজ সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন—

দেবতার মন্দির!

তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রনাম করলেন।

শিষ্যরা ব্যথিত হলেন।

এটা তো নিছক খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়!

এটা আমাদের কাছে খেলা মনে হতে পারে, কিন্তু শিশুরা এই মন্দিরের মধ্যেই দেবতাকে দেখেছে। অতএব ঈশ্বর এখানেও আছেন।

পরে, তীর্থভ্রমণে রামানুজ তিরুপতি গেলেন।

প্রভু, ভেঙ্কটেশ!

যখন তিনি মন্দির থেকে ফিরছিলেন—

ব্যাপারটা কী? একটি লোক এক সাপের মুখগহ্বরে হাত দিচ্ছে?

গোবিন্দ, তুমি!

একটু দাঁড়াও। এই হতভাগ্য প্রাণীর জিহ্বায় একটা কাঁটা আটকে গেছে, সেটা তুলে দিই।

গোবিন্দর কাজ শেষ হতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। রামানুজ তাঁকে আলিঙ্গন করলেন।
তুমি প্রকৃত বৈষ্ণব, করুণাময় ও উপকারী।
আচার্য, আমাকে তোমার শিষ্য করে নাও!
তাঁরা শ্রীরঙ্গমে ফিরে এলেন।
আমি গোবিন্দর মতো সুযোগ্য শিষ্য পেয়েছি। যমুনাচার্যের কাছে কৃত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার এই তো উপযুক্ত সময়। আমি ব্রহ্মসূত্রের উপর ভাষ্য রচনা করবো।
দার্শনিক বোধায়নকৃত ব্রহ্মসূত্রের উপর প্রাচীন টীকা সংগ্রহ ও পাঠের উদ্দেশ্যে রামানুজ শিষ্যদের নিয়ে সুদূর কাশ্মীরের পথে যাত্রা করলেন।
কাশ্মীরে পৌঁছে তিনি সেখানকার পন্ডিতগনের সঙ্গে দেখা করে তাঁর উদ্দেশ্যের কথা জানালেন।
না, শ্রদ্ধেয় বোধায়নের মহামূল্য গ্রন্থ আমরা হাতছাড়া করতে পারি না।

রামানুজ তখন কাশ্মীরের রাজার সাহায্য চাইলেন।

জ্ঞান অর্জনের অধিকার জ্ঞান-পিপাসু মাত্রেরই আছে। বোধায়নের গ্রন্থ আমরা যাতে পাই দয়া করে সে ব্যবস্থা করুন।

রামানুজের যুক্তি ও ব্যক্তিত্বে রাজা অভিভূত হলেন।

আচার্য ঠিকই বলেছেন। বোধায়নের গ্রন্থ ওঁকে দিন। ইচ্ছে করলে উনি এটা শ্রীরঙ্গমেও নিয়ে যেতে পারেন।

যথা আজ্ঞা!

রামানুজের অন্যতম শিষ্য কুরেশ এগিয়ে গেলেন এবং বোধায়নের গ্রন্থ গ্রহণ করলেন।

বেশী দিন এটি তোমরা আটকে রাখতে পারবে না।

পরদিন তাঁরা শ্রীরঙ্গমের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

প্রাণে বাঁচতে চাও তো গ্রন্থ ফেরত দাও!

মূল্যবান গ্রন্থ তারা বলপূর্বক ছিনিয়ে নিলো। কিন্তু—

চিন্তা করবেন না, আচার্য! সারারাত ধরে আমি বোধায়ন পাঠ করেছি। এর প্রতিটি ছত্র এখন আমার মুখস্ত।

এ কথা শুনে যে কী আনন্দ হচ্ছে, কুরেশ!

শ্রীরঙ্গমে কুরেশ তাঁর স্মৃতি থেকে বোধায়নের রচনার একটি নকল তৈরী করলেন। রামানুজ সেটি পাঠ করে রচনা করলেন শ্রীভাষ্য, ব্রহ্মসূত্রের উপর টীকা।

রামানুজ এর পর রচনা করলেন বেদার্থ সংগ্রহ, বেদের উপর এক গ্রন্থ। গীতার উপর টীকা, গীতাভাষ্য। এবং অন্যান্য গ্রন্থ।

রামানুজের বয়স যখন ঊন-আশি বছর, সেই সময় বৈষ্ণবদের উপর রাজার অত্যাচার শুরু হওয়ায় তিনি শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করেন।

যাহোক, তিনি কর্নাটকের হয়সালা রাজ্যে বিপুল অভ্যর্থনা লাভ করলেন। রাজা বিট্টিদেব স্বয়ং তাঁকে স্বাগত জানালেন।

প্রভু, কর্নাটকে আপনি স্থায়ীভাবে বসবাস করুন। আমাকে আশীর্বাদ করুন।

বিট্টিদেব বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করলেন এবং 'বিষ্ণুবর্ধন' নামে পরিচিত হলেন।

রামানুজ কর্নাটক ঘুরে বেড়ালেন এবং বৈষ্ণব দর্শন প্রচার করলেন। একদিন যদুগিরির* কাছে এক বনের মধ্য দিয়ে যখন যাচ্ছিলেন—

হুম্, তুলসী গাছের সৌরভ!

সুগন্ধ অনুসরন করে তিনি এগোলেন–

এই সুগন্ধের উদ্ভব হচ্ছে ঐ উই ঢিবি থেকে! ওটা খুঁড়ে ফেলো!

মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে ...

রামানুজ সেখান থেকে এক নারায়ন মূর্তি উদ্ধার করলেন।

প্রভু!

রামানুজ একটি মন্দির তৈরী করে সেখানে মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করলেন। পরে, যদুগিরির কয়েক জন প্রবীন ব্যক্তি তাঁর কাছে এলেন।

কয়েক বছর আগে দস্যুরা যখন যদুগিরি ধ্বংস করে তখন আমরা অনেক কষ্টে দু'টি মূর্তি লুকিয়ে রাখতে পেরেছিলাম। তার একটি আপনি পেয়েছেন। অপরটি রামপ্রিয়র মূর্তি, সেটি এখন দিল্লিতে জনৈক মুসলমান ভদ্রলোকের কাছে আছে।

চিন্তা করবেন না। আমি সেটাও আনার ব্যবস্থা করবো।

* বর্তমান মেলকট, মহীশূরের কাছে

রামানুজ সেই ভদ্রলোকের সন্ধান করে মূর্তিটি সংগ্রহ করলেন। মূর্তিটি নিয়ে তিনি যখন যদুগিরির কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন তখন কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাঁকে ঘিরে ধরলো ...
ঐ সেই লোক!
ওর কাছেই মূর্তিটি রয়েছে!
তারা তাঁকে ঘেরাও করলো।
মূর্তিটা ফিরিয়ে দাও!
কিন্তু সেই ভদ্রলোক নিজেই আমাকে মূর্তিটি দিয়েছেন!
পরে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত বদলেছেন! তাঁর কন্যার এটি দরকার!
কয়েক জন গ্রামবাসী ঠিক সেই সময় সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন—
দেখো, সাধুবাবাকে সবাই ঘিরে ধরেছে!
চলো, ওঁকে উদ্ধার করতে হবে!

তাঁরা আক্রমনকারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের তাড়িয়ে দিলেন।
ভগবান নারায়ন তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। তোমরা মন্দিরে এসে তাঁর আশীর্বাদ নাও।
তা কী করে হয়! আমরা যে অস্পৃশ্য!
তোমরাও ঈশ্বরের সন্তান। ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান। তিনি তোমাদের মধ্যেও আছেন।
রামানুজ যদুগিরির তিরুনারায়ন মন্দির সকল মানুষের জন্য খুলে দিলেন।
রামানুজ পরে শ্রীরঙ্গমে ফিরে যান এবং জীবনের শেষ দিনগুলি সেখানেই কাটান।

প্রজাপতি প্রজাপতি দেখ লক্ষীটি,
আমার বাগান, ফুল আর আমি—তোমার পুরোন বন্ধুটি
প্রজাপতি প্রজাপতি জেম্‌স নাও এসে
তুমি আমি আর সব বন্ধু মিলে খাই ভালবেসে !
Cadbury's
GEMS
MILK CHOCOLATE
পলে পলে জেম্‌স মুখে,
জীবন কাটে মহা সুখে!
ক্যাডবেরিস্‌
চকলেটস্‌
ক্যাডবেরিস্‌ জেম্‌স থাকলে ভাই, বন্ধু পাওয়ার ভাবনা নাই।
OBM/6641/BN
Indrajal.blogspot.in

NOW ON SALE!
NO. 9
Rs. 2.50
TINKLE
AMAR CHITRA KATHA
THE CHILDREN'S MONTHLY FROM THE HOUSE OF AMAR CHITRA KATHA
MEET THE COBRA
THE DHOBI AND HIS DONKEY
RUBBER
ALSO KALIA THE CROW
TINKLE TRICKS & TREATS AND OTHER FEATURES
T-12

Dipy dee
Dipy doo
Dipy dum dum
Dipy's Squashes are
very yum yum yum
Tempting and mouth-watering fruits. Naturally ripened. Oozing with sweet juices. "Yessirree – it's the coolest drink for thirsty pardners." And Dipy the Kid sure knows that!
Dipy's attractively labelled Lemon, Orange, Mango Squashes, Lemon Barley Water, Lime Cordial, Pineapple Crush and delicious sherbeti syrups.
Drink some fruits. Have some Dipy's.
Dipy's
Dipy's
LEMON SQUASH
Dipy's
ORANGE SQUASH
Dipy's
APPLE CRUSH
Dipy's
WATER
Yippee it's Dipy's!